দৈনিক ইত্তেফাক

২৬

তারিখ JUL 29 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৩

প্রসঙ্গঃ নবম-দশম শ্রেণীর ইংরেজী সিলেবাস

গত ১১-৭-৯৯ তারিখে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ সাহেবের লেখা 'নবম শ্রেণীর ইংরেজী সিলেবাস' শীর্ষক পত্র দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১-৭-৯৯ তারিখে গাজীপুরস্থ জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক হাবিবুর রহমান সাহেবের লেখা আরেকটি পত্র ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রে একটি জিনিসই কেবল স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, পত্রলেখক মনে করেন, শুধু ইংরেজীতে কথা বলিতে পারিলেই ইংরেজী জানা হইল। কথা বলা আর ড্রাফটিং করা যে এক বিষয় নয়– পত্রলেখক তাহা জানেন না, বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়। আমি এই ধরনের বহু লোক দেখিয়াছি– যাহারা অনর্গল ইংরেজী বলেন, মনে হয় মুখে যেন খই ফুটিতেছে, কিন্তু দুই-তিন লাইনের একটি ড্রাফট করিতে বসিলে একেবারে অসহায় হইয়া পড়েন। আজকাল ইহা একটি ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে যে, ইংরেজী শিখিতে হইলে গ্রামারের প্রয়োজন নাই। একবার এইরূপ মনোভাবাপন্ন এক ভদ্রলোকের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইংরেজী শিখতে হলে গ্রামারের প্রয়োজন নেই, খুব ভাল কথা। আপনি 'সে যায় না'-এর ইংরেজী বলবেন?" তিনি সাথে সাথে উত্তর দিলেন, "হি ডাজ নট গো"। আমি বলিলাম, "আপনি 'হি নট গো' বললে খুব খুশী হতাম। কারণ 'ডাজ'টাই গ্রামার। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিতে চাই যে, ভাষা শিখিবার জন্য গ্রামারের প্রয়োজন নাই– ইহা কেবল মাতৃভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিদেশী ভাষার ক্ষেত্রে নয়। কোন কিছু পাইতে হইলে একটি মাধ্যম প্রয়োজন– ইহা পত্রলেখক অস্বীকার করিবেন কীভাবে? "ওরা সকলে মিলে ঠিক করল, এক সঙ্গে ব্যবসা করবে"– ন্যারেশান না জানিলে ইহার শুদ্ধ ইংরেজী করা সম্ভব নয়। পরিশেষে পত্রলেখক 'প্রবীণেরা পুরানো সবকিছুতেই আসক্ত থাকেন, তাই নূতন কিছু গ্রহণ করিতে কষ্ট হয়' বলিয়া পূর্ববর্তী পত্রলেখককে যে খোঁচাটুকু মারিয়াছেন, তাহার জবাবে সবিনয়ে বলিতে চাই– কেন সকলের মধ্যে এই কথাটি প্রচলিত আছে যে, আগেকার আমলের ম্যাট্রিক পাসের কাছে এখনকার এম.এ. পাস কিছু না?

মোঃ আব্দুল মোমেন
৫৬ শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭।